রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, অক্টোবর ২২, ২০১৮

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০৭ কার্তিক, ১৪২৫ মোতাবেক ২২ অক্টোবর, ২০১৮

নিম্নলিখিত বিলটি ০৭ কার্তিক, ১৪২৫ মোতাবেক ২২ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ৫৩/২০১৮

National Curriculum and Text-Book Board Ordinance, 1983 রহিতক্রমে উহার বিধানাবলি বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে নূতন আইন প্রণয়নকল্পে আনীত বিল

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল এবং ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ৩ক, ১৮ ও ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হয় এবং সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপিল নং ১০৪৪-১০৪৫/২০০৯ ও সিভিল আপিল নং ৪৮/২০১১ তে সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে সামগ্রিকভাবে অননুমোদনপূর্বক (total disapproval of Martial law) উহাদের বৈধতা প্রদানকারী, যথাক্রমে, সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ সনের ১ নং আইন) এবং সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১ নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু ২০১৩ সনের ৬ ও ৭ নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখা হয়; এবং

মূল্য : টাকা ১৬.০০

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ সকল স্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে National Curriculum and Text-Book Board Ordinance, 1983 (Ordinance No. LVII of 1983) রহিতক্রমে উহার বিধানাবলি বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণীত হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।— বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে, —

(ক) "**কর্মচারী**" অর্থ বোর্ডের কর্মচারী এবং বোর্ডের কর্মকর্তাও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(খ) "**চেয়ারম্যান**" অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(গ) "**পাঠ্যপুস্তক**" অর্থ প্রাক-প্রাথমিক হইতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত যে কোনো শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক;

(ঘ) **"প্রবিধান"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঙ) "**বিদ্যালয়**" অর্থ মাদ্রাসাসহ এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোনো আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বা কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত বা অনুমোদিত হউক বা না হউক, যেখানে প্রাক-প্রাথমিক হইতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা দান করা হয়;

(চ) **"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ছ) “**বোর্ড**” অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ‘জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড’; এবং

(জ) “**সদস্য**” অর্থ বোর্ডের সদস্য।

৩। **বোর্ড প্রতিষ্ঠা।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে National Curriculum and Text-Book Board Ordinance, 1983 (Ordinance No. LVII of 1983) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত National Curriculum and Text-Book Board (জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড) এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **বোর্ডের কার্যালয়।**—(১) বোর্ডের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

(২) বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে কোনো স্থানে উহার আঞ্চলিক বা শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। **বোর্ডের গঠন।**—(১) একজন চেয়ারম্যান এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়ভিত্তিক ৮(আট) জন সদস্য সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) পাঠ্যপুস্তক;

(খ) প্রাথমিক শিক্ষাক্রম;

(গ) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম;

(ঘ) মাদ্রাসা শিক্ষাক্রম;

(ঙ) কারিগরি শিক্ষাক্রম;

(চ) শিক্ষাক্রম প্রশিক্ষণ;

(ছ) শিক্ষাক্রম গবেষণা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন; এবং

(জ) অর্থ।

(২) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং বোর্ডের পূর্ণ-কালীন কর্মকর্তা হিসাবে সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত শর্তাধীনে স্ব-পদে বহাল থাকিবেন ।

৬। **চেয়ারম্যান।**—চেয়ারম্যন বোর্ডের প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং তিনি এই আইন, বিধি ও প্রবিধান অনুসারে দায়িত্ব পালন ও কার্যাবলি সম্পাদন করিবেন।

৭। **বোর্ডের সভা।**—(১) চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় এবং স্থানে বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) ন্যূনতম ৫(পাঁচ) জন সদস্যের উপস্থিতিতে বোর্ডের সভার কোরাম গঠিত হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৩) চেয়ারম্যান বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) বোর্ড সভার সভাপতিসহ উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বোর্ডের সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(৫) বোর্ডের সভায় উক্ত সভার সভাপতি ও উপস্থিত সদস্যগণের একটি করিয়া ভোটাধিকার থাকিবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে বোর্ড সভার সভাপতির দ্বিতীয় অথবা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) কেবল কোনো পদের শূন্যতা অথবা বোর্ড গঠনে কোনো ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ডের কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৮। **বোর্ডের কার্যাবলি।**—(১) বোর্ডের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, উন্নয়ন, নবায়ন, নিরীক্ষণ এবং সংস্কার;

(খ) শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকের কার্যকারিতা যাচাই এবং মূল্যায়ন;

(গ) পাঠ্যপুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন;

(ঘ) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত ও প্রকাশ;

(ঙ) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন;

(চ) ডিজিটাল ও মিথস্ক্রিয় পুস্তক প্রণয়ন ও অনুমোদন;

(ছ) পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ, প্রকাশনা, বিতরণ এবং বিপণন;

(জ) সরকার কর্তৃক ঘোষিত শ্রেণি ও স্তরসমূহের শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ;

(ঝ) পাঠ্যপুস্তক, সহায়ক শিখন শেখানো সামগ্রী, পুরস্কার পুস্তক ও রেফারেন্স পুস্তক অনুমোদন;

(ঞ) দান ও অনুদানের মাধ্যমে বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং সংস্কৃতিবিষয়ক কর্মকাণ্ড উৎসাহিতকরণ;

(ট) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন।

(২) বোর্ড, উহার কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অনুশাসন ও নির্দেশনা দ্বারা পরিচালিত হইবে।

৯। **কমিটি।**—(১) বোর্ডের নিম্নরূপ কমিটি থাকিবে, যথা:—

(ক) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি; এবং

(খ) পাঠ্যপুস্তক কমিটি।

(২) প্রত্যেক কমিটি সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(৩) কমিটির সদস্যগণ নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন, যথা:—

(ক) শিক্ষাবিদ;

(খ) স্তর ও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক বিশেষজ্ঞ (ক্ষেত্রমত বিশ্ববিদ্যালয়, সাধারণ কলেজ, কারিগরী কলেজ, আলীয়া মাদ্রাসা, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিষয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষক);

(গ) স্তরভিত্তিক শ্রেণি শিক্ষক;

(ঘ) শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ বা প্যাডাগগ (শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউট বা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের শিক্ষক);

(ঙ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ; এবং

(চ) বোর্ডের কর্মকর্তা।

(৪) কমিটির সদস্যগণ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাধীনে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৫) কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত বোর্ডের একজন কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৬) কোনো কমিটি প্রয়োজনে, বোর্ডের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোনো ব্যক্তিকে উহার সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে অথবা তাহাকে উক্ত কমিটিতে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৭) বোর্ড, প্রয়োজনে, উহার কার্যাবলী সম্পাদনে সহায়তা প্রদানের জন্য অন্যান্য কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

১০। **সচিব।**—(১) বোর্ডের একজন সচিব থাকিবেন।

(২) সচিব সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকরির মেয়াদ ও শর্তাবলী সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৩) বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সচিব তাহার কার্য সম্পাদন করিবেন।

১১। **অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি।**—(১) বোর্ড, উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১২। **বোর্ডের তহবিল।**—(১) বোর্ডের একটি তহবিল থাকিবে, যাহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা:—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) সরকার প্রদত্ত ঋণ;

(গ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ উৎস হইতে প্রাপ্ত ঋণ;

(ঘ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কোনো বিদেশী রাষ্ট্র বা সংস্থার নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(ঙ) বোর্ড কর্তৃক বিনিয়োগ এবং বোর্ডের সম্পদ হইতে প্রাপ্ত আয়; এবং

(চ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক সংগৃহীত সকল ধরনের ফি, রয়্যালটি, সার্ভিসচার্জ, ওভারহেড কস্ট এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে যে কোনো ধরনের সংগৃহীত তহবিল।

(২) তহবিলের অর্থ বোর্ডের নামে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে।

(৩) সরকারের নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধান অনুসরণক্রমে ও সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে তহবিলের অর্থ হইতে বোর্ডের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "তফসিলি ব্যাংক" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এর Article 2(j) তে সংজ্ঞায়িত "Scheduled Bank"।

১৩। বাজেট।—বোর্ড, প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, সম্ভাব্য আয়-ব্যয়সহ পরবর্তী অর্থ-বৎসরের বৎসরিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে, যাহাতে উক্ত অর্থ-বৎসরে সরকারের নিকট হইতে বোর্ডের সম্ভাব্য কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহার উল্লেখ থাকিবে।

১৪। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।—(১) বোর্ড, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বাৎসরিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা হিসাব-নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর বোর্ডের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি সরকার ও বোর্ডের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর কোনো আপত্তি উত্থাপিত হইলে উহা নিষ্পত্তির জন্য বোর্ড অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং বিষয়টি সরকারকে অবহিত করিবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর Article 2(1)(b) তে সংজ্ঞায়িত কোনো "chartered accountant" দ্বারা বোর্ডের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে বোর্ড এক বা একাধিক "chartered accountant" নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এইরূপ নিয়োগকৃত "chartered accountant" সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত হারে পারিতোষিক প্রাপ্য হইবেন।

(৫) বোর্ডের হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি অথবা উপ-ধারা (৪) এর অধীন নিয়োগকৃত "chartered accountant", বোর্ডের সকল রেকর্ড, দলিল, বাৎসরিক ব্যালেন্স সিট, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার বা অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান, সদস্য, সচিব বা বোর্ডের যে কোনো কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

১৫। প্রতিবেদন।―(১) বোর্ড প্রতি বৎসর তৎকর্তৃক উহার পূর্ববর্তী বৎসরের সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন পরবর্তী বৎসরের ৩১ মার্চের মধ্যে সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনবোধে, যে কোনো সময়, বোর্ডের যে কোনো বিষয়ের উপর প্রতিবেদন, বিবরণী বা রিটার্ণ যাচনা করিতে পারিবে এবং বোর্ড উহা সরকারের নিকট প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৬। **বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক।**―(১) বোর্ড কর্তৃক পাঠ্যপুস্তক হিসাবে প্রণীত ও প্রকাশিত নহে অথবা বোর্ড কর্তৃক পাঠ্যপুস্তক হিসাবে অনুমোদিত নহে, এইরূপ কোনো পুস্তককে কোনো বিদ্যালয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক হিসাবে নির্ধারণ করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো বিদ্যালয় বা কোনো শ্রেণির বিদ্যালয়কে এই ধারার প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) সকল পাঠ্যপুস্তক এবং বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তকের গ্রন্থস্বত্ব বোর্ডের অধিকারে থাকিবে।

১৭। **প্রকাশকদের নিকট হইতে তথ্য, প্রতিবেদন, ইত্যাদি।**―(১) বোর্ড, যে কোনো পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণকারী, প্রকাশক, বিতরণকারী, পাইকারি বিক্রেতা বা খুচরা বিক্রেতার নিকট হইতে উক্ত পাঠ্যপুস্তকের উপর যে কোনো তথ্য, বিবরণী বা প্রতিবেদন যাচনা করিতে পারিবে।

(২) কোনো মুদ্রণকারী, প্রকাশক, সরবরাহকারী, পাইকারি বিক্রেতা অথবা খুচরা বিক্রেতা যদি উপ-ধারা (১) এর অধীন যাচিত কোনো তথ্য, বিবরণী অথবা প্রতিবেদন সরবরাহে ব্যর্থ হন অথবা এইরূপ কোনো তথ্য, বিবরণী বা প্রতিবেদন সরবরাহ করেন, যাহার বিশেষ কোনো উপাদান অসত্য এবং যাহা তিনি অসত্য বলিয়া জানেন বা যুক্তিসংগত কারণে বিশ্বাস করেন অথবা সত্য নহে মর্মে বিশ্বাস করেন না, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৮। **ক্ষমতা অর্পণ।**—বোর্ড, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, এই আইন এবং বিধি বা প্রবিধানের অধীন উহার সকল বা যে কোনো ক্ষমতা চেয়ারম্যান অথবা কোনো সদস্য বা বোর্ডের কানো কর্মচারীকে অর্পণ করিতে পারিবে।

১৯। অসুবিধা দূরীকরণ।—এই আইনের কোনো বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা বা অসুবিধা দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেটে আদেশ দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা বা অসুবিধা দূর করিতে পারিবে।

২০। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২১। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**—বোর্ড, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন ও বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২২। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে National Curriculum and Text-Book Board Ordinance, 1983 (Ordinance No. LVII of 1983) রহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত রহিত Ordinance এর অধীন—

(ক) কৃত কোনো কাজ-কর্ম, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) প্রতিষ্ঠিত বোর্ডের অর্জিত সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ অর্থ এবং ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ ও তহবিল, অর্থের বিনিয়োগ, ন্যায্য দাবি বা অধিকার, প্রাপ্ত সুবিধাদি, এইরূপ বিষয় সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত বা বিষয় সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত অন্যান্য যাবতীয় অধিকার, মেধাস্বত্ব ও স্বার্থ এবং সকল পাঠ্যপুস্তক, হিসাববহি, রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র এবং এতদ্‌সংক্রান্ত অন্য সকল দলিল-দস্তাবেজ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বোর্ডের নিকট ন্যস্ত ও স্থানান্তরিত হইবে;

(গ) প্রতিষ্ঠিত বোর্ডের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি, যদি থাকে, এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বোর্ডের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) প্রতিষ্ঠিত বোর্ড কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোনো মামলা, গৃহীত কার্যধারা বা সূচিত কোনো কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকিলে, উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বোর্ড কর্তৃক উক্ত রহিত Ordinance এর অধীনে এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উহা রহিত হয় নাই;

(ঙ) গঠিত Board, যদি থাকে, এর কার্যক্রম, বিদ্যমান মেয়াদ অবসানের পূর্বে বিলুপ্ত না হইলে অথবা এই আইনের অধীন বোর্ড গঠিত না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে;

(চ) প্রতিষ্ঠিত বোর্ড কর্তৃক নিয়োগকৃত কর্মচারীগণ এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যে শর্তাধীনে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বোর্ডের চাকরিতে নিয়োজিত থাকিবেন এবং পূর্বের নিয়মে বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্ত হইবেন; এবং

(ছ) প্রতিষ্ঠিত বোর্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল বিধিমালা, প্রবিধানমালা, আদেশ, নির্দেশ, নীতিমালা বা অন্য কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট, এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন নূতনভাবে প্রণীত বা জারি না হওয়া পর্যন্ত অথবা বিলুপ্ত না করা পর্যন্ত, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, পূর্বের ন্যায় চলমান, অব্যাহত ও কার্যকর থাকিবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে সামরিক শাসনামলে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের বিষয়ে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে 'The National Curriculum & Text-book Board Ordinance 1983 (Ordinance No. LVII of 1983)' সংশোধন ও রহিতক্রমে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আইন ২০১৮' এর খসড়া বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনটি 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কার্যকরতা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। এ আইনের বিধানাবলি যুক্তিযুক্ত ও সময়োপযোগী। ০৭ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আইন এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়। অতঃপর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ থেকে ভেটিং গ্রহণপূর্বক গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আইন ২০১৮' শীর্ষক খসড়া বিলটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে। বিলটি জাতীয় সংসদে উত্থাপনের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ অনুমোদন প্রদান করেছেন।

এ আইনটি প্রণয়ন করা জরুরী।

নুরুল ইসলাম নাহিদ
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd